মেহেরপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে স্কুল ছাত্র নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে পুকুরে ডুবে আলিফ হোসেন
(১৬) নামে ১০ম শ্রেনীর এক ছাত্র মারা গেছে।

আলিফ হোসেন আমঝুপি গ্রামের মৃতু আলমগীর হোসেনের ছেলে ও আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ জুন) বেলা ১২ টার দিকে তার বন্ধুদের সাথে কোলা গ্রামের একটি পুকুরে ডুবে মারা যান তিনি।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, আলিফ হোসেন তার অপর বন্ধুদের সাথে পুকুরে গোসল করতে যায়। অন্যান্য বন্ধুদের সাথে পুকুরের পানিতে খেলা করছিল। অসবাধনতা বসত সে গভীর পানিতে গিয়ে তলিয়ে যায়। পরে তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় কৃষকলীগ নেত্রী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় সাবেক কৃষকলীগের সভানেত্রী সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় থেকে আটক করে পুলিশ।

জানাযায়, বুধবার সকালে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর পর্যন্ত ছাত্রদের

অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা চলছিলো। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিলো। সে সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিলো। এরমধ্যে সামসাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিলো। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে সে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসতেই কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে কিলঘুষি সহ পায়ের স্যান্ডেল খুলে শিক্ষককে মারপিট করে। ভুক্তভোগী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে বুধবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন ।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত অপমানকর। আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। স্কুলের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার আমাকে ডেকেছিল। তার সাথে পরামর্শ করে আইনগত ভাবে বিকেলে থানায় মামলা দায়ের করেছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শিক্ষকের দায়েরকৃত মামলায় সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আজ (বৃহস্পতিবার) কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলো আওয়ামীলীগের নেত্রী

স্কুলের ছাত্ররা রোদ্রে বাহিরে দাড়িয়ে থাকায় ক্ষোভে প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলেন আওয়ামীলীগ নেত্রী সামসাদ রানু। তিনি সাবেক আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্যানেল মেয়র। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা সরকারি বহুমুখী পাইলট বালক বিদ্যালয়ে ঘটেছে। প্রধান শিক্ষককে অফিসে

প্রবেশ করে জুতা পেটা করার ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এঘটনায় রিপোর্ট লেখাপর্যন্ত আইনগত ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খাঁন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সামসাদ রানু ওরফে রাঙা ভাবি। গত কয়েক দিনে তীব্র দাবদহে অতিষ্ঠ জনজিবন। প্রাথমিক স্কুল গুলো বন্ধ থাকলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল স্কুল চলমান রয়েছে। সামসাদ রানুর ছেলে অর্ক সে ওই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বুধবার সকালে সামসাদ রানু তার ছেলের কাজের বিষয়ে স্কুলে আসেন। স্কুল সাড়ে সকাল ৯ টার বাজলেও কোন কক্ষ খোলা হয়নি। কিছুক্ষণ পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবেশ করলে হঠাৎ চড়াও হয় সামসাদ রানু। ধাক্কা দিতে দিতে অফিস কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে প্রধান শিক্ষকে চড়-থাপ্পড় মারতে থাকে একপর্যায়ে তার পায়ের স্যান্ডেল খুলে মারতে থাকে। এতে প্রধান শিক্ষক শারীরিক ও মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত হয়। ঘটনার পরপরই স্কুলের শিক্ষকেরা চড়াও হলে সামসাদ রানু ছটকে পড়ে। মুহুর্তে এঘটনাটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

ভুক্তোভোগী প্রধান শিক্ষক রবিউর ইসলাম খান বলেন, বিদ্যালয়ের মধ্যেই সবার সামনে সামসাদ রানুর আমাকে লাঞ্চিত করেছেন। মারধর করেছেন।

তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ের অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা নেয়া হচ্ছিল। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিল। সেই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। এরমধ্যে সামশাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিল। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে আমি বিদ্যালয়ে আসতেই আমাকে কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যান। আমাকে কিলঘুষি মারতে থাকেন। তার পায়ের জুতা খুলেও মারধর করে।

আকস্মিক মারধরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। আমি বয়স্ক মানুষ। এমনিতেই শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছি। পরিক্ষার শেষে আমি বাড়ি চলে এসেছি। বিষয়টি মোবাইলে ইউএনওকে জানিয়েছি।

অভিযুক্ত সামসাদ রানু বলেন, বিদ্যালয়ের কক্ষ না খোলায় আমার ছেলে

সহ প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী সকাল ৯টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। তীব্র তাপদহে শিক্ষার্থীরা হাসফাস অবস্থা। সোয়া ১০টার পর প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয়ে আসলে আমি তার নিকট গিয়ে কক্ষের তালা খোলার কথা বলি। তিনি জানান, এই দায়িত্ব আমার না, সহকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস ও কর্মচারি সিদ্দীকের। তিনি আমাকে উলটো বলেন, সহকারি প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা আপনাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। আমি তার জবাবে বললাম আমি এখানে কোন নেত্রী হিসেবে না, আমি অভিভাবক হিসেবে এসেছি। এরপরই আমি তার জামার কথা চেপে ধরে টেনে নিয়ে “তালা খোল” কক্ষের তালা খুলাইছি। তখন শিক্ষার্থীরা স্কাসে বসে।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নূর বলেন, এই বিষয়টি লোক মারফতে জেনেছি। প্রধান শিক্ষকও আমার নিকট মোবাইল করেছিল। আমি তাকে আমার কার্যালয়ে আসতে বলেছি। কেউ যদি অন্যায় করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন। তবে কাউকে মারধর করাটা এটা চরম অন্যায়। অভিযোগ প্রমানিত হলে ওই নারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর বঙ্গবন্ধু আন্ত: কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু আন্ত: কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৭ জুন) সকাল সাড়ে ৭ টার সময় জেলা স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান ও জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ।

উদ্বোধনী খেলায় মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজ দল কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়। প্রতিদ্বন্ধিতাপূর্ণ খেলা উপহার দেওয়ার জন্য বিজয়ী এবং রানার্সআপ উভয় দলের খেলোয়ারদের অভিনন্দন জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

আগামী ৯ জুন শুক্রবার বিকাল ৫:৩০ মিনিটে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, চলমান তাপদাহ বিবেচনায় রেখে প্রতিটি খেলা সকালে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে। মাঠে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা ছাড়াও জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে এম্বুলেন্সসহ মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

দুটি ভিন্ন গ্রামে একই নামে দুটি বিদ্যালয়

গাংনীতে একই নামে দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বিদ্যালয়টি নিয়ে হাইকোর্টে রিট হয়েছে। ২০২২ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হয়। এমপিও ভূক্তির কারনে এখন দু গ্রামের মানুষের মাঝে শুরু হয়েছে শক্তির লড়াই।

তবে, মামলার কারনে এখন আটকে গেছে বিদ্যালয় দুটির সকল উন্নয়ন কার্যক্রম। বিদ্যালয় দুটি উপজেলার মোমিনপুর ও গোয়ালগ্রামে অবস্থিত।

একই নামে চরগোয়ালগ্রামে আরেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মোমিনপুর গ্রামের সচেতন মানুষজন

মানববন্ধনসহ বিভিন্ন দফতরে চিঠি পত্র দিয়েছে। এমজিজিএম বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হলেও আটকে গেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিওভূক্তকরণ।

সূত্র মতে জানা গেছে, ১৯৯৯ সালে গাংনী উপজেলার মোমিনপুরে স্থাপিত হয় ‘এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়।’ পাশাপাশি চারটি গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর (মোমিনপুর, গোয়ালগ্রাম (পাড়) গোয়ালগ্রাম (চর), মোহাম্মদপুর) দিয়ে শুরু হয় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম।

অবশেষে ২০২২ সালে বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হয়। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা ও কয়েকজন শিক্ষক মিলে বিদ্যালয়ের আইডি কোর্ড নং ব্যবহার করে মোমিনপুরের পরিবর্তে নিজ গ্রাম চরগোয়ালগ্রামে এসে একই নামে এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ২০১৯ সালে।

২০২২ সালে এমপিওভূক্ত হওয়ায় ১৯৯৯ সালের প্রথম স্কুল মোমিনপুরের পরিবর্তে ঠিকানা পরিবর্তন করে চরগোয়ালগ্রামে স্থাপিত ২০১৯ সালের স্কুলটিকে এমপিওভূক্তর ঠিকানায় ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে।

এ নিয়ে মোমিনপুর গ্রামের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাদের দাবী প্রথম স্কুলটি ১৯৯৯ সালে মোমিনপুরে স্থাপিত হয়। অনেক কষ্ট করে স্কুলটিকে এ পর্যন্ত আমরা চালিয়ে আসছি। অথচ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা নিয়ম বহির্ভূতভাবে মোমিনপুরের স্কুলটি উদ্যেশ্যে প্রনোদিতভাবে নিজ গ্রাম চরগোয়ালগ্রামে ২০১৯ সালে একই নামে স্থাপন করেন। ২২ সালে মোমিনপুর এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হলে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা চরগোয়ালগ্রামে স্কুলটিকে এমপিওভূক্ত দেখানোর চেষ্টা করছেন।

স্বারক নং উমাশিঅ/গাংনী/মেহের/২০১৯/৫১৬ তারিখ, ০৭/০২/২০১৯ গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থানান্তর ও ভূঁয়া কমিটি গঠণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন।

প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, গাংনী উপজেলাস্থ এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থানান্তর ও ভূঁয়া কমিটি গঠণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তের জন্য ০১/০১/২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে কথিত স্থানান্তরিত বিদ্যালয়টিতে সরেজমিনে যায়। বিদ্যালয়টিতে গিয়ে দেখা যায় একটি

নির্মীয়মান টিন শেড ভবনের সামনে খোলা আকাশের নিচে কিছু শিক্ষার্থী বেঞ্চে উপবিষ্ট। এমজিজিএম বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। এবং সেখানে গ্রামের অনেক অভিভাবক, গণ্যমান্য মুরব্বি উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয়ের স্থানান্তরের বিষয় জানতে চাইলে তিনিসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ জানান, মুল বিদ্যালয়টি মোমিনপুর গ্রামে ভৌগলীক অবস্থার কারনে শিক্ষার্থী সংকট হয় ফলে শিক্ষার্থীর অভাবে বিদ্যালয়টি ধ্বংসের মুখে। অন্যদিকে স্থানান্তরিত বিদ্যালয়টি জনবহল এলাকায় হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংকট নেই। অতপর স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির বক্তব্য শুনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে অদুরে অবস্থিত মুল এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়। সেখানে ছাত্র ছাত্রীসহ স্থানীয় অনেক অভিভাবক ও মুরব্বীগণ উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসি এবং শিক্ষার্থীদের একটাই দাবী কোনো কিছুর বিনিময়ে তারা বিদ্যালয় স্থানান্তরের পক্ষে নয়। প্রয়োজনে তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী।

গোয়ালগ্রামে স্থানান্তরিত প্রধান শিক্ষকের কাছে ভূঁয়া ম্যানেজিং কমিটি গঠণের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে, ম্যানেজিং কমিটির কোনো সদস্যের কোনো সন্তান বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেনা। ম্যানেজিং কমিটির বিপরীতে প্রদর্শিত শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ ভূঁয়া। এ সংক্রান্ত লিখিত প্রত্যায়পত্র ইতোপূর্বে প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়েছেন। তার স্বীকারোক্তির সাথে প্রত্যয়নপত্রের বর্ণনার হুবুহু মিল রয়েছে। যেহেতু অনুমোদিত কমিটির সকল সদস্যই ভূঁয়া। সেহেতু এই জাতীয় কমিটি গঠণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯ এর প্রবিধান-২ এর দফা (ক) এর উপদফা (খ) এর পরিপন্থী।

এই অবস্থায় মোমিনপুরে অবস্থিত প্রথম এমজিজিএম বিদ্যালয়টি এমপিওভূক্ত হিসেবে আইনগত সকল বিধি বিধান অনুযায়ী হওয়ার কথা থাকলেও নিজ গ্রামে স্থান পরিবর্তন করে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা অবৈধ চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের ফলে একই নামে পৃথক দুটি বিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে। এমনকি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। তিনি চেষ্টা করেও দুই প্রতিষ্ঠান এক করতে

ব্যর্থ হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাছ উদ্দীন বলেন, আমি নতুন এসেছি। এখনও পুরো বিষয়টি বুঝে উঠতে পারিনি। আমি খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো। তবে, সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক এমপিও’র বেতন ভাতা দেওয়া হবেনা।

ঝিনাইদহে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পার্কে আড্ডা ২৪ শিক্ষার্থী আটক

ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় স্কুল ও কলেজে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পার্কে আড্ডা দেওয়ায় ২৪ শিক্ষার্থীকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

আজ রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা জানান, শহরে কিশোর গ্যাং প্রতিরোধ ও কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যাতে বিপথগামী হতে না পারে, সে জন্য স্কুল টাইমে কঠোরভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। সেই কর্মসূচির আওতায় শহরের বিভিন্ন স্থান ও পার্কে অভিযান চালানো হয়। সে সময় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ২৪ শিক্ষার্থীকে আটক করে থানায় আনা হয়। পরে অভিভাবকদের ডেকে তাদের জিম্মায় দেয়া হয়।

এর আগে গত পহেলা জুন ঝিনাইদহের বিভিন্ন পার্কে আড্ডা দেয়ায় প্রায় ৬০ শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদের অভিভাবকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মেহেরপুরে কুইজ প্রতিযোগীতায় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

৪৪তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা ২০২৩ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর জিনিয়াস এন্ড ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ দ্বিতীয় ও মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেনীর ছাত্র আরাফাত হোসেন, রিয়ন ও রিদয় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

এর আগে রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, জেলার ৩টি উপজেলা থেকে বিজয়ীরা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

মুজিবনগরে রসনা বিলাশ বাঙালির আম ও চিড়া উৎসব

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে মধু মাসে বাঙালির ঐতিহ্য রসনা

তৃপ্তির প্রধান উপকরণ আম ও চিড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার (৩ জুন) সকাল ১০ টার দিকে কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনন্দঘন উৎসবমুখর পরিবেশে এই আম ও চিড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাসরিন খাতুন এর সভাপতিত্বে আম উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহধর্মিনী বিপাশা বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ।
আম উৎসবে শুরুতেই অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্কুলের শিক্ষার্থীরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আম উৎসব।
আম উৎসবে মেহেরপুর ও মুজিবনগরের সেই বিখ্যাত গাছ পাকা হিমসাগর আম, চিড়া, দই এবং মিষ্টি দিয়ে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে আপ্যায়ন করা হয় অতিথিবৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের জন্মদিনে গাংনী মহিলা কলেজে দোওয়া মাহফিল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতিশীল উপাচার্য, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমানের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে মিলাদ মাহফিল ও দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১ জুন) সকাল ১০ টার সময় গাংনী মহিলা কলেজের হলরুমে এই মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলীসহ কলেজের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

এদিকে এই গুনি ব্যক্তির শুভ জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছেন গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আব্দুস শুকুর ইমন।

মিলাদ মাহফিল ও দোওয়ার অনুষ্ঠানে উপাচার্য, প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমানের সুস্থ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। এছাড়া তার আগামীর পথ চলা যেনো সুন্দর ও মসৃন হয় সে দোওয়া করা হয়।

ঝিনাইদহে শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা বিষয়েখালী শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আজ বুধবার বেলা ১২ টা শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজের হলরুমে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মা দের নিয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মা সমাবেশে ছাত্র ছাত্রী দের শিক্ষার মান উন্নয়ন করার জন্য অভিভাবকদের সচেতন করা হয়। নিজের সন্তানদের যাতে বাজে মন মানসিকতা তৈরি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়। এছাড়া নতুন শিক্ষাক্রম কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে । এর উপকারিতা কি এটা আমাদের জাতীয় জীবনে কি প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে মা অভিভাবকদের অবহিত করা হয় ।

এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোছাঃ আফরোজা পারভীন, গবেষনা কর্মকর্তা ,জেলা শিক্ষা অফিস ঝিনাইদহ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিষয় খালি স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল নুরুল ইসলাম । এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পিটিআই কমিটির সদস্যবৃন্দ ও ও বিশাখালী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক বৃন্দ।